সিরাতের ছায়ায়

আব্দুল্লাহ আল মামুন

প্রয়াস প্রকাশন

ভূমিকা

—তিনি পৌঁছে গেছেন সর্বোচ্চ মর্যাদায় তাঁর সুমহান চরিত্রের দ্বারা।
—বিদুরিত হয়েছে সকল অন্ধকার তাঁর সৌন্দর্যের ছটায়।
সম্মিলন ঘটেছে তাঁর মাঝে সকল উন্নত চরিত্রের।
—পেশ করুন তাঁর প্রতি ও তাঁর সম্মানিত আহলু বাইতদের প্রতি দরুদ ও সালাম।

"প্রিয় মানুষকে নিয়ে লিখতে বসলে হাজারও শব্দমালা ঘুরঘুর করে মগজে। কলমের ডগায় তরতরিয়ে আসতে থাকে অক্ষর। ধবধবে সাদা খাতা ভরতে থাকে কালো রঙের কালিতে।

হৃদয়ের সব কথা বাক্য হয়ে সন্নিবেশিত হয় কাগজে। আর যদি সেই মানুষটি হয় জগৎ সংসারের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অবলীলায় ভেসে ওঠে ঊষর মরুর সেই বাসিন্দার কথা। যাঁর শুভাগমনে সার্থক হলো ধরা। সফল হলো জ্বীন ও ইনসান। যাঁর সংস্পর্শে ধন্য হলো সৃষ্টিকূল। পরিণত হলো সৎচরিত্রবান জাতিতে।

হে প্রিয়তম মুহম্মদ! ওগো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - হতভাগা এই অধম তোমার যুগে জন্ম না হওয়ায় বঞ্চিত হয়েছি সরাসরি দর্শন থেকে। দেখতে পারিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকে। তুমি দুপুরের সূর্যের মতো দীপ্ত প্রদীপ হয়ে আলো ছড়িয়ে ছিলে আঁধার যুগে। আবার পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে জোছনার আলো ছড়িয়ে দূর করেছ কুলুষিত আঁধার৷

মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষক পরিপূর্ণ মেঘমালারূপী নবজীবনদাতা হয়ে পথ দেখিয়ে ছিলে সব ধরনের কুসংস্কারে নিমজ্জিত ভ্রষ্টজাতিকে।

তুমি নবী ও রাসুলগণের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি এমনই একজন মহামানব, যাঁর গুণকীর্তনে ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা পর্যন্ত পঞ্চমুখ! তোমার আবির্ভাবে কিসরা ও কাইজারের গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। পারস্যের অনির্বাণ অগ্নিকুল চিরনির্বাপিত হয়। তোমার সেই শুভাগমনকে বিশ্ববিবেক ক্ষণিকের তরেও ভুলতে পারে না। তাই তো সারা দুনিয়া প্রতিমুহূর্তে গাইছে-'সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা'।

——————আব্দুল্লাহ আল মামুন
———মুদাররিস-জামিয়া সাঈদীয়া কারীমিয়া

সূচিপত্র

যার আগমনে ধরণী উজালা ১১

আবিসিনিয়ার কালো মেয়ে ১৫

শুষ্ক হৃদয়ে রহমের বারিশ ১৮

আলোর মশাল জ্বেলে ২২

হৃদয়-জমিনের গুল ২৬

আজাবের অবসান ৩৩

বন্ধু জানেমান ৩৬

মেঘের কোলে রোদ ৩৯

কিসরার রাজমুকুট ৪২

আলোর মুসাফির ৪৯

বীর-বিক্রম তিনি ৫১

খুলুকিন আযিম ৫৫

আদর্শের বাতিঘর ৬০

প্রয়াস প্রকাশনের বইসমূহ ৬৩

আবিসিনিয়ার কালো মেয়ে

নবিজির পিতা আবদুল্লাহ। তিনি একদিন বাজারে গেছেন কিছু কিনবেন বলে। এক লোক সেখানে দাস-দাসী নিয়ে বসেছে—বিক্রি করছে সেগুলো। নয় বছরের ছোট্ট একটা মেয়েকে তিনি লক্ষ করলেন, কেউই তাকে কিনতে চাচ্ছে না, আবিসিনিয়া থেকে আনা কালো একটা মেয়ে। আবদুল্লাহর বড় মায়া হলো দেখে। রুগ্‌ণ হালকা-পাতলা গড়ন অথচ কেমন মায়াবী আর অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। তিনি ভাবলেন, আমেনা ঘরে একা একা নিঃসঙ্গ থাকে, তার চে বরং একে কিনে নিই, একজন সঙ্গী পেলে আমেনার ভালোই হবে। যেই কথা সেই কাজ। আবদুল্লাহ মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। তারা খেয়াল করলেন, মেয়েটার আগমনে ঘরে তাদের বরকত নেমেছে, সংসার তাদের আরও সুখময় হয়ে উঠেছে। তাই আমেনা আদর করে মেয়েটার নাম 'বারাকাহ' রেখে দিলেন। আর এভাবেই আবদুল্লাহ আল আমেনার সংসারে বারাকাহর স্নেহ-মমতার দিনগুলো এগিয়ে চলল।

তারপর একদিন ব্যাবসার জন্য আবদুল্লাহ সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তিনি আর বাড়ি ফিরতে পারেননি। পথেই পাড়ি জমান ওপারের জগতে। বিধবা আমেনা তখন অসহায়, সবর আর সান্ত্বনায় তিনি তখন বারাকাহকেই সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন।

স্বামীর ইন্তেকালের দুই দিন পর। আমেনা স্বপ্নে দেখলেন, আকাশের এক তারকা তাঁর কোলে এসে পড়ল, তারপর তার কোল আলোকিত করে শুয়ে পড়ল তারাটি। সকাল হলে এই স্বপ্নের কথা তিনি বারাকাহকে জানান। বারাকাহ মৃদু হেসে বলেন, 'আমার মন বলছে আপনার কোলে এক ফুটফুটে সুন্দর সন্তান জন্ম নেবে।'আসলে আমেনা তখন জানতেন না, তিনি অন্তঃসত্ত্বা। কিছুদিন পর তিনি বুঝতে পারলেন বারাকাহর ধারণাই ঠিক। আমেনাও তখন প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে থাকলেন, কবে আসবে তার কোলজুড়ে তার স্বপ্নের মানিক!

অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। তিনি জন্ম দিলেন সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে। তখন সবার প্রথমে প্রিয়তম নবিজিকে স্পর্শ করবার সৌভাগ্য এই আফ্রিকার ক্রীতদাসী বারাকাহর ভাগ্যেই জুটে। তিনি নিজ হাতে মা আমেনার কোলে শিশু মুহাম্মদকে তুলে দেন, এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'আমি তো কল্পনা করেছিলাম এ চাঁদের মতো সুন্দর হবে। কিন্তু এ তো দেখছি চাঁদের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।'

মা আমেনা নিজের আদরের টুকরা মুহাম্মদের যত্ন নিয়েছেন, তাঁকে নিজে হাতে খাইয়ে, নিজ হাতে গোসল দিয়ে, এবং আদর করে ঘুম পাড়িয়ে তাঁকে বড় করে তুলেছেন। তবে নবিজির ছয় বছর বয়সে আমেনাও যখন ওপারের পথযাত্রী, তখন তিনি বারাকাহর হাত ধরে ওসিয়ত করে যান—আমার মুহাম্মাদকে তুমি দেখেশুনে রেখো।

পিতা-মাতা দুজনকেই হারিয়ে এতিম নবি চলে এলেন দাদা আবদুল মুত্তালিবের ঘরে। উত্তরাধিকারসূত্রে নবি হলেন তখন বারাকাহর নতুন মনিব। তবে রহমতের নবি একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, ‘বারাকাহ, আমি আপনাকে মুক্ত করে দিলাম। আপনি যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন। আপনি এখন থেকে আজাদ। আপনি এখন থেকে স্বাধীন, চিরমুক্ত।’

তবে বারাকাহ নবিকে ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। মায়ের ছায়া হয়ে পাশে রয়ে গেলেন। এমনকি নবিজির দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে বিয়ে দেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হননি। তাঁর একটাই কথা, আমি আমেনাকে কথা দিয়েছি, আমি কোথাও যাবো না। আমি মুহাম্মদকে দেখেশুনে রাখব।

তারপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হলে বিয়ের দিনই তিনি খাদিজার সাথে বারাকাহর পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘ইনি হলেন আমার মায়ের পরে আরেক মা।’

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারাকাহকে সবসময় ‘উম্মি’ বা ‘আমার মা’ বলে ডাকতেন, কখনোই নাম ধরে ডাকতেন না। তা বিয়ের পর নবিজি একদিন বারাকাহকে ডেকে বললেন, ‘ইয়া উম্মি, আমাকে এখন দেখাশোনা করার জন্য তো খাদিজা আছেন। আপনাকে এখন বিয়ে করতেই হবে।’

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মিলে তাঁকে ‘উবাইদ ইবনে যায়েদ’র সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের বেশ কিছুদিন পর, বারাকাহর একটা ছেলেসন্তান হলো। আর তার নাম রাখা হলো আয়মান। এরপর থেকেই তাঁর নতুন নাম হয়ে যায় ‘উম্মে আয়মান’।

কিন্তু হঠাৎ একদিন উম্মে আয়মানের স্বামী ইন্তেকাল করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে গিয়ে বারাকাহ আর তাঁর সন্তান আয়মানকে নিয়ে আসেন নিজ বাড়িতে। কিছুদিন যাবার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কয়েকজন সাহাবিকে নিকটে ডাকলেন। তাঁদের সবাইকে লক্ষ করে বললেন, ‘আমি একজন নারীকে জানি, যার সম্পদ নেই, বয়স্ক এবং সাথে একটা এতিম

সন্তান আছে, তবে তিনি জান্নাতি নারী। তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে, একজন জান্নাতি নারীকে বিয়ে করবে?'

এই কথা শোনা মাত্রই যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আয়মানের সাথে কথা বলে বিয়ের আয়োজন করলেন। বিয়ের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ ও ভালোবাসায়, ভেজা ভেজা চোখে, কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'যায়েদ, তুমি কাকে বিয়ে করেছ জানো? হ্যাঁ, উম্মে আয়মানকে। নবিজি বললেন, না, তুমি বিয়ে করেছ আমার মাকে!'

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাওয়া নিয়ে কখনো জোর করা যেত না। তিনি সেটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু উম্মে আয়মান একমাত্র নারী, যিনি নবিজিকে খাবার দিয়ে খাও, খাও বলে তাড়া দিতেন। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাশে বসে থাকতেন। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেসে চুপচাপ খেয়ে নিতেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দুধমাতা হালিমাতুস সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দেখলে যেমন করে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে তার উপরে তাঁকে বসতে দিতেন, ঠিক তেমনিভাবে মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ যাত্রা শেষে উম্মে আয়মান যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গায়ের চাদরের একটা অংশ ভিজিয়ে, উম্মে আয়মানের মুখের ঘাম মুছে দিচ্ছিলেন। আর বলছিলেন, উম্মি, জান্নাতে আপনার এইরকম কোনো কষ্টই হবে না।

প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগে সাহাবিদের অনেক কিছুই বলে গিয়েছিলেন। সেই সব কথার মধ্যে একটা কথা ছিল উম্মে আয়মানের কথা। নবিজি বলেছেন, 'তোমরা উম্মে আয়মানের যত্ন নিও। তিনি আমার মায়ের মতো। তিনিই একমাত্র নারী, যিনি আমাকে জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন। আমার পরিবারের একমাত্র সদস্য তিনি, যিনি সারাজীবন আমার পাশে ছিলেন।'

সাহাবিরাও নবিজির কথা রেখেছিলেন। গায়ের রং নয়, এক সময়ের কোনো ক্রীতদাস নয়, বরং তাঁর পরিচয় তিনি নবিজির আরেক মা, মায়ের মতোই সাহাবিরাও এই বৃদ্ধা নারীকে ভালোবেসে আগলে রেখেছিলেন।

---

১. আবু মুহাম্মদ আবদ আল মালিক ইবনে হিশাম।

২. শেখ ওমর সুলাইমান। প্রফেসর ইসলামিক স্টাডিজ অ্যাডজেন্ট, যুক্তরাষ্ট্র।

বন্ধু জানেমান

বন্ধু। জীবনে চলার পথে বন্ধু প্রয়োজন। বন্ধুবিহীন পথচলা কষ্টকর। বন্ধু ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছানো নামুমকিন। ছোট বা বড় যে কেউই আমাদের বন্ধু হতে পারে। আবু বকর, ওমর, উসমান, আলি যেমন নবিজির বন্ধু ছিলেন, ঠিক তেমনি আরবের ছোট ছোট ছেলেরা ছিলেন তাঁর বন্ধু। একসাথে হাসি-মজাক, দুষ্টুমি, ছুটে চলা সবই হতো আরবের বাদশাহর সাথে। ছোট ছোট বাচ্চারা খুব ভালোবাসতেন তাঁকে। নবিজিও তাদের স্নেহ-মমতা দিয়ে মায়ার বাঁধনে আটকে রাখতেন।

এবার বলি আদর্শের বাতিঘর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গল্প। মুহাম্মদ ও মদিনার এক ইহুদির ছেলের গল্প। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হিজরত করে কদিন হলো মদিনায় এসেছেন। চারদিকে সে কী সুনাম আর খ্যাতি। মুহাম্মদ এসেছেন, আমাদের মুহাম্মদ এসেছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ছেলেপেলে দুষ্টুর দলও ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যাচ্ছে প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। শুনছে তাওহিদের কথা, ঐশী বাণী আল-কুরআনের কথা কিবা গল্প। গল্প শুনে উৎফুল্ল মন নিয়ে বাড়ি ফিরছে সবাই। বাড়িতে ফিরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গল্প আবার মা-বাবাদের শোনাচ্ছে। এভাবেই মদিনার প্রতিটি শিশুর কাছে তিনি হয়ে ওঠেন অমায়িক, বন্ধু জানেমান।

ইয়াসরিব তখনও মদিনা হয়নি। এটা ছিল ইহুদিদের আদি নিবাস। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে সেখানে এলেন। সত্যের আলোয় আলোকিত করে দিলেন ইয়াসরিববাসীর হৃদয়জগৎ। তাঁর উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসতে লাগল। পৃথিবীর মানচিত্রে স্নেহ, মমতা আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এক ভূস্বর্গের আবিষ্কার হলো। 'মদিনাতুর রাসুল' বা নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর।

সেই শহরেরই এক ছোট্ট বালক। সবেই শুনেছে নবাগত নবি মুহাম্মদের নাম। তিনি নাকি ছোটদের খুব স্নেহ করেন। আদর করে কাছে টেনে নেন। পরম ভালোবাসায় হাত বুলিয়ে দেন তাদের মাথায়। তাঁকে খুব দেখতে ইচ্ছা হলো বালকের।

দেখা হলো। কথাও হলো।

আরও কী হলো? মনের অজান্তেই দুজনের মধ্যে এক অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। এখন তার ভালো লাগে নবিজির পাশে পাশে থাকতে, নবিজির মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কথা শুনতে। এবং ভালো তাঁর সাহচর্যলাভে পূর্ণ হতে।

কিন্তু বাধা একটাই। অনেক বড় বাধা। তার মধ্যে আর নবিজির মধ্যে ধর্মের এক বিশাল প্রাচীর। সে তো ইহুদি। তাঁর মা-বাবাও ইহুদি। তাহলে?

বালক তার বাবার সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথাই বলেছে। বলেছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর চরিত্রের কথা। তাঁর স্নেহ ও প্রীতির কথা। কিন্তু বাবা ইসলামের কথা মানতেই নারাজ।

এত দিনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার সম্পর্কেরও বেশ উন্নতি হয়েছে। এখন তো সে নিয়মিত নবিজির খাদেম। তিনি অজু করতে চাইলে পানি নিয়ে আসে এই বালক। তিনি মসজিদে প্রবেশের সময় জুতা তুলে নেওয়া, বের হওয়ার সময় জুতা নিয়ে হাজির হওয়া বালকের প্রতিদিনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছুদিন হলো বালকের দেখা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া গেল না তাকে। প্রিয় নবি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

নবিজি মসজিদনে নববিতে বসে আছেন। একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা নিয়ে এসেছে। হে আল্লাহর রাসুল, আপনার সেই ইহুদি খাদেমের সন্ধান পেয়েছি। বেশ কিছুদিন ধরে সে খুব অসুস্থ ছিল। একেবারে মৃত্যুশয্যায়।

জবাবে নবিজি কিছুই বললেন না। দ্রুত উঠে মসজিদ থেকে বেরিয়ে বালকের বাড়ির পথ ধরলেন। উপস্থিত সাহাবিরাও কিছু না বুঝেই নবিজির পিছু পিছু ছুটলেন। তাঁরা আগে কখনো নবিজিকে এতটা অস্থির হতে দেখেননি। যেন তাঁর আপন কেউ অসুস্থ। যেন তাঁর পরিবারের কেউ অন্তিম শয্যায় শায়িত।

নবিজি দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে বালকের শিয়রের কাছে বসলেন। পরম স্নেহে তার মাথায় রহমতের হাতদুটি বুলিয়ে দিলেন। ততক্ষণে বালক নবিজিকে একনজর দেখে নিয়েছে। চোখ বুজে নবিজির হাতের উষ্ণ পরশ উপভোগ করছে। যেন সারা শরীর রহমতের জোয়ারে আন্দোলিত হচ্ছে।

পাশেই তার বাবা বসে আছেন। দেখছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। এই কি সেই আরবের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। এত নুরানি চেহারা। কথায় তাঁর এত সুন্দর মাধুর্য। এত মমতায় ভরা তাঁর মন। শুনেছি সে নাকি মুসলমানদের সরদার। তারপরও আমার ছোট বাচ্চাটাকে দেখতে ছুটে এসেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এদিকে কোনো ধ্যান নেই। তিনি ভাবছেন অন্য কিছু। ভাবছেন তার মুক্তির উপায়। ছেলেটি যে এখনও ইমান আনেনি। এখনও তো সে কালেমা পড়েনি। এই অবস্থায় যদি সে মারা যায় পরকালে কী হবে তার?

নবিজি তার মুখখানা বালকের কানের কাছে নিয়ে গেলেন। বিড়বিড় করে তার কানে ঢেলে দিলেন পবিত্র কলেমার দাওয়াত। উভয় জাহানের সফলতার সোপান। চিরমুক্তির পয়গাম। ‘আসলিম’, হে বালক—ইসলাম কবুল করে নাও। একবার কলেমা পড়ে নাও, যাতে আমি পরকালে তোমার জন্য শাফায়াত করতে পারি। হাউজে কাউসারের পাড়ে যেন তোমার আমার আবার মিলন হয়। মাটির পৃথিবীতে যেমন তুমি আমার সঙ্গে থাকতে। দুজন যেন হতে পারি আখেরাতের সাথি।

বালক ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু সামনেই নিজের বাবাকে দেখে থমকে গেল। অপলক নেত্রে চেয়ে রইল বাবার দিকে। চোখের ভাষায় বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করল জীবনের শেষ ইচ্ছার কথা। একটিবারের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কলেমাটি পড়তে চাই। আমি মুসলমান হয়ে মরতে চাই। বাবা অনুমতি দিয়ে বলেন, ‘আবুল কাসিম নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মেনে নাও।’

বালকের বাবার এই কথায় সব নীরবতার অবসান হলো। অসুস্থ শরীর কোনো রকম সামলে নিয়ে একফালি হাসি ফুঁটল ঠোঁটের কোনায়। চোখের পানি মুছতে মুছতে পবিত্র কলেমা পাঠ করল শরীরের সবটুকু শক্তি উজাড় করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, ‘শুকরিয়া মহান আল্লাহর, যিনি তাকে আগুন থেকে মুক্ত করলেন।’

সহিহ বুখারির ১৩৫৬ নং হাদিস অবলম্বনে

* * *

জান্নাতি হবে কেবল ‘অস্বীকারকারী’ ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, অস্বীকারকারী কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার নাফরমানি করবে, সেই অস্বীকারকারী।” (১৬)

---

১. সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭
২. সহিহুল জামে : ২৩৪৫
৩. সুরা আলে ইমরান : ৩১
৪. জামেউল আহাদিস : ৬৭২৯
৫. সুরা কলাম : আয়াত ৪
৬. মুসনাদে আহমাদ : ১২৯৮৪
৭. বুখারি : ৫৭৬৩
৮. মুসলিম : ২৩১২
৯. তিরমিজি :২৩৭৭
১০. বুখারি : ১৩৬০
১১. বুখারি : ৫৬৯১
১২. সুরা আহযাব : ২১
১৩. সুরা আহযাব : ৭১
১৪. সুরা নিসা : ১
১৫. সুরা আলে ইমরান : ৩১
১৬. বুখারি : ৬৮৫১

* * *

প্রয়াস প্রকাশনের বইসমূহ

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার	মূল : তহা নাসীম
দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন	মূল : ড. ইসরার আহমদ রহি. ও উস্তাদ আসিফ হামিদ
বিশ্বব্যাপী ইহুদি চক্রান্ত	মূল : আবু লুবাবা শাহ মনসুর
দাওয়া ইলাল্লাহ	মূল : ড. রাগিব সারজানী
গল্প শোনো প্রিয় নবির	মুফতী আমীনুর রহমান নড়াইলী
বিয়ে ও বিচার	আরমান
একটি ফুলের মৃত্যু	মনজুর সা'দ
নয়া বউ	মনজুর সা'দ
সিরাতের ছায়ায়	আব্দুল্লাহ আল মামুন
আলো ফোটা ভোর	আমীরুল ইসলাম ফুআদ
মরুর ফুল	মাসুম মুনতাসির
মাআল উসওয়া : নববি আদর্শের আলোকে সমকালীন সংকট	শায়েখ জাহিদুর রাশেদি
নারীর সফলতা ও ব্যর্থতা	মুফতি মুহাম্মাদ সালমান হাফিজাহুল্লাহ
নাসিহা ও অজিফা	মুফতী রেজাউল করীম
নন্দিত নারী	মাসুম আবদুল্লাহ

কে তিনি	মুফতি মুহাম্মাদ বিনইয়ামিন
মাসায়েলে মাইয়্যেত	মুফতী আশরাফুল ইসলাম
তুর্কিবসন্ত	অনুবাদ : সাঈদ আহমাদ খান নদভী
প্রাচ্যবাদ	ড. শহীদুল ইসলাম ফারুকী
পাশ্চাত্যবাদ কথা বলছে	মুসা আল হাফিজ
একাধিক বিয়ে : কিছু সংশয় নিরসন	খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী